রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যুতে সরকারের মানবিকতা ও ভাসানচর

মো. জাহাঙ্গীর আলম

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ২৫ (গ) অনুচ্ছেদে "সাম্রাজ্যাবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সর্মথন করিবেন"। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য যে মানবিকতা দেখিয়েছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে। আজ বিশ্ব দরবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মাদার অব হিউমানিটি' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। নেদারল্যান্ডের নামকরা ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিন সাময়িকী তাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছিলো 'শেখ হাসিনা: মাদার অব হিউম্যানিটি' (ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিন, বছর ৬, নং ১, জুন ২০১৯)। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের আশ্রয় দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে লাখ লাখ নির্যাতিত মানুষের জীবন রক্ষা করেছেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য সরকার মানবিক সাহায্য সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত করার তাদেরকে প্রত্যাবাসনের জন্য কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এক লাখের অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করেছে ভাসানচরে অস্থায়ী আবাসন প্রকল্প, যা আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প নামে পরিচিত।

পৃথিবীর অন্যতম অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত একটি জাতিসত্তার নাম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধন কোনো নতুন বিষয় না। বিগত চার দশকের বেশি সময় ধরে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাদের পরিকল্পিত আক্রমণ বিশ্ববাসীর অজানা নয়। ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে এক নতুন মাত্রায় আক্রমণের ফলে প্রায় আট লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্ত প্রাণভয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এর আগেও বিভিন্ন সময় এ রকম আমক্রণের ফলে এ দেশে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্ত বা শরণার্থী আশ্রয় লাভে পালিয়ে এসেছে। বর্তমানে দেশে দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের জেলা কক্সবাজারে প্রায় এগার লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিও)এর ৭৪তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট আঞ্চলিক নিরাপত্তার হুমকি উল্লেখ করে, এর স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং সমস্যা সমাধানে চার দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এর আগেও তিনি ইউএনজিও এর ৭২তম অধিবেশনে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কফি আনান কমিশনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন এবং রাখাইন প্রদেশের বেসামরিক তত্ত্বাধায়নের সুরক্ষা বলয় প্রতিষ্ঠাসহ পাঁচ দফা পেশ করেন। সম্প্রতি, এক লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য ভাসানচরে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী আবাসন প্রকল্প। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ, দুর্যোগপ্রবণ ও উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তদের রোহিঙ্গা আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।

জাতিসংঘের হিসেবে, সারাবিশ্বে প্রতি মিনিটে প্রায় ২০ জনের অধিক মানুষ তার নিজের দেশ ত্যাগ করছে, মূলতঃ যুদ্ধ, অত্যাচার, এবং নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য। দেশত্যাগী এসব মানুষ বিশ্বব্যাপী নানান নামে পরিচিত, শরণার্থী, উদ্বাস্ত, আশ্রয়প্রার্থী রাষ্ট্রবিহীন মানুষ, অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুত মানুষ কিংবা জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত মানুষ। ১৯৫১ সালের জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশন অনুযায়ি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র এবং রাজেনৈতিক ভিন্নমতের কারণে নির্যাতিত হয়ে নিজের বাড়ি ও দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়া ব্যক্তিরাই শরণার্থী। সারাবিশ্বে এই শরণার্থীরাই সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। ইউএনএইচসিআরের হিসেব অনুযায়ি সারাবিশ্বে সাত কোটির অধিক জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের অর্ধেরকেই বয়স ১৮ বছরের নিচে। এরা সকলেই একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে খোলা আকাশের নিচে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছে। তারা জানে না, তারা কি তাদের নিজ ভূমিতে ফিরতে পারবে। যদিও বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারীর দেশ নয়, তা সত্ত্বেও বিশ্বের অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত এইসব মানুষের পাশে সবসময় আছে। বাংলাদেশ সরকার অব্যাহত রেখেছে তার মানবিক সাহায্য সহায়তা আর প্রত্যাবাসনের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা।

মিয়ানমার থেকে বিভিন্ন সময়ে পালিয়ে আসা প্রায় এগার লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বাংলাদেশ সরকার আশ্রয় ও মানবিক সাহায্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা এসব শরণার্থীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োজীয় মানবিক সাহায্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা এসব কার্যক্রমে সম্বনয় করে। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ক্যাম্পে আশ্রয়প্রার্থী এতিম শিশুর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার, এদের প্রায় নয় হাজার শিশুর মা-বাবা কেউ নেই। এইসব এতিম শিশুদের তত্বাবাধন ও সুরক্ষার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যেগে এতিম শিশুদের লালন-পালনকারী পরিবারকে নগদ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও ইউএনএফপি'র সহায়তায় বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত জরিপে কার্যক্রমের মাধ্যমে জানা যায়, প্রতি বছরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৫ হাজার নারী গর্ভবতী হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এ সকল গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবাসহ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে সরকার। প্রায় ৮৪ হাজার গর্ভবতী নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে পুষ্টিজনিত সেবা এবং অনুর্ধ্ব ৫ বছরের প্রায় ১ লাখ ৩৬ হাজার শিশুকে তীব্র অপুষ্টি রোধেকল্পে ব্ল্যাংকেট সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ৩১টি

হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি কর্তৃক ১২.৩৩ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ১৪টি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, যা রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এলাকার সংযোগ সড়ক। এছাড়াও ইউএনএইচসিআর ও আইওএম কর্তৃক ক্যাম্পের মূল সড়ক, বক্স কালভার্ট, পাইপ কালভার্ট ও এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘূর্ণি ঝড়/সাইক্লোন, ভূমিধস ও পাহাড়ি ঢলের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসরতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের লক্ষে শেল্টার নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বসবাসের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার গাছপালাকে বাসস্থান নির্মাণ ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে বনভূমি উজার হওয়া ব্যাপকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারেকে এলপিজি সরবরাহ এবং ব্যাপক হারের বৃক্ষরোপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শরণার্থী ক্যাম্প এলাকাতে আধুনিক র্বজ্য ব্যবস্থাপনার এর আওতায় রি-সাইক্লিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় বিদ্যুতায়ন লক্ষ্যে ২০ কি.মি. বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৫ লাখের অধিক ছেলে-মেয়েদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকাতে বসবাসরত শরণার্থীদের নিরাপদ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নলকূপ, ল্যাট্রিন ও গোসলখানা স্থাপনের নিয়মিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০১৭ সালে সরকার এক লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অস্থায়ীভিত্তিতে আবাসন ও দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী এ বৃহৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরইশ্বর ইউনিয়নের ভাসানচরের এ প্রকল্পের থাকছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ আবাসন, স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপনের পাশাপাশি থাকছে জীবিকার নির্বাহে সুবিধা। প্রায় তিন হাজার ৯৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় এক লাখ রোহিঙ্গার জীবন-জীবিকার জন্য পুরোপুরিভাবেই প্রস্তুত ভাসানচর আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প। ভাসানচর বসবাসের উপযোগী করার জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, বনায়ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ প্রকল্প সরাসরি তদারকি করা হয়েছে। প্রায় ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের এই দ্বীপের ছয় হাজার ৪২৭ একর ব্যবহারের উপযোগী ভূমির মধ্যে এক হাজার ৭০২ একর ভূমিতে রোহিঙ্গাদের অস্থায়ীভাবে বসানোর জন্য আবাসন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

০১ (এক) লাখ ০১ (এক) হাজার ৬০ রোহিঙ্গা শরণার্থী যে কোনো দিনই ভাসানচরে গিয়ে বসবাস শুরু করতে পারবে। এ কক্ষে চারজনের জন্য দ্বিতল বিছানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরকম ১৬টি কক্ষ, নারী পুরুষের জন্য আলাদা বাথরুম, টয়লেট ও রান্নাঘর নিয়ে বানানো হয়েছে একেকটি বাড়ি। ১২টি করে বাড়ি নিয়ে একেকটি পাড়া বা ক্লাস্টার বানানো হয়েছে। এরকম ১২০টি ক্লাস্টার নিয়ে ভাসানচর আবাসন ব্যবস্থা আর প্রতিটা ক্লাস্টারে দুর্যোগের সময়ের জন্য বানানো হয়েছে চারতলা বিশিষ্ট একটি আশ্রয়কেন্দ্র। ২৬০ কি.মি গতি ঝড়েও অটুট থাকবে এবং এক হাজার জন মানুষ এবং গবাদিপশুসহ আশ্রয় নিতে পারবে এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে। তবে স্বাভাবিক সময়ে এখানে আয়োজন করা হবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রাথমিক শিক্ষার এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে। প্রাথমিকভাবে এই কেন্দ্র ভবনের দুইটিতে ২০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল করা হয়েছে। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে সব ধরনের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা থাকছে এসব হাসপাতালে। ভাসানচরে সরাসরি বিদ্যুতের সংযোগ না থাকায় সোলার ও জেনারেটরে উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকছে। এখানকার সাথে সড়ক পথে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও তিনটি পয়েন্ট থেকে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। পতেঙ্গা পয়েন্ট থেকে ৫১.৮ কি.মি., হাতিয়া পয়েন্ট থেকে ২৪.৫ কি.মি এবং সন্দ্বীপ পয়েন্ট থেকে মাত্র ৮.৩ কি.মি দূরের ভাসানচরে প্রাকৃতিক দুরযোগ মোকাবিলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভাসানচর প্রকল্প এলাকাতে রয়েছে জীবিকা নির্বাহ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্মকান্ডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে, মাছ চাষ, স্থানীয় মুরগি এবং টারকি মুরগির চাষ, ভেড়া পালন, গবাদি পশু পালন, কবুতর ও হাঁস পালন, দুগ্ধ খামার, ধান ও সবজি চাষ, হস্তশিল্প, মহিলাদের জন্য সেলাই কাজ, বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং, ট্যুরিজম এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।

রোহিঙ্গা শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় সরকারি জনবল ব্যবহার হচ্ছে, সার্বিক পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের সুযোগ-সুবিধা হারাচ্ছে। তাছাড়া সরকার সামাজিক ও অন্যান্য মানবিক খরচ করছে। সরকার তার বাজেটের একটি অংশ রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মানবিক কল্যাণে খরচ করছে। যদিও এই শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অর্থ প্রদান করছে, তারপরও সরকার তার নিজস্ব তহবিল থেকেও ব্যয় নির্বাহ করছে। সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য অব্যাহত রেখেছে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে থেকে ইতোমধ্যে ৪০জন রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ভাসানচর অস্থায়ী আবাসন প্রকল্প ঘুরে দেখে এসেছে। মালয়েশিয়া যেতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা ৩০৭ রোহিঙ্গাকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে ইতোমধ্যে ভাসানচর আশ্রয় ণ প্রকল্পে বসবাসের জন্য পাঠানো হয়েছে, তারা খুবই ভালো আছে। ভাসানচর আশ্রয়ণ প্রকল্পে রোহিঙ্গারা বসবাস শুরু করলে টেকনাফ ও উখিয়ায় শরণার্থী ক্যাম্পের উপর কিছু চাপ কমবে। টেকনাফ ও উখিয়ায় শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাসকারী শরণার্থীদের তুলনায় ভাসানচরের শরণার্থীরা থাকবে আরো সুন্দর পরিবেশে, সুস্থ থাকবে স্বাস্থ্য।

#

০৪.১১.২০২০ পিআইডি ফিচার